ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 052 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৫২ ● কলকাতা ● ১০ ফাল্গুন, ১৪৩২ ● সোমবার ● ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

বাংলায় কি নিরাপদ নয় কলম?

সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের উপর হামলার ছায়া, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন | দক্ষিণ ২৪ পরগনা

রাজ্যে গণতন্ত্র ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে ফের বড় প্রশ্নচিহ্ন। অভিযোগ উঠছে—সরকারি আমলা, আইএএস-আইপিএস স্তরের আধিকারিকদের প্রতি ন্যূনতম সম্মান ও নিরপেক্ষতার পরিবেশ ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু। একই সঙ্গে সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রেও নানামুখী বাধা তৈরি হচ্ছে বলে দাবি সংবাদমহলের একাংশের।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ১৮ বাকি অঞ্চলের হেদিয়া গ্রামে বসবাসকারী জীবনতলা থানার এলাকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার বর্তমানে চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও প্রশাসনিক অনিয়ম নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছেন। তার কলম থামাতে না পেরে তাঁকে ঘিরে নানাবিধ ষড়যন্ত্র চলছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

সংবাদ করতে গেলেই বাধা!

অভিযোগ, সংবাদ সংগ্রহে গেলে সাংবাদিকদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। ভিডিও তুলতে গেলে মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া, থানায় জমা রাখা, এমনকি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত পোস্ট বলপূর্বক মুছে ফেলানোর অভিযোগও সামনে আসছে। যেসব সাংবাদিক আপস করতে রাজি নন, তাঁদের উপর হামলা, হুমকি ও মারধরের ঘটনাও ঘটছে বলে দাবি।

সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের ক্ষেত্রেও একই চিত্র। অভিযোগ, তাঁকে কৌশলে খুনের চক্রান্ত

করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলেই ক্ষোভ পরিবারের।

পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে জীবনতলা থানার ভূমিকা নিয়ে। অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের তো দূরের কথা, কার্যকর পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে না। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশ কি যথেষ্ট সক্রিয়? এই প্রশ্ন এখন এলাকাজুড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে।

একাধিকবার লিখিত অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও নিরাপত্তা না মেলায় প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কেন নিরপেক্ষ তদন্ত সংস্থার মাধ্যমে তদন্ত করা হচ্ছে না? কেন একজন সম্পাদক ও লেখককে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ প্রশাসন?

পরিবারের উপর চাপ ও বঞ্চনা

অভিযোগ আরও গুরুতর। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের সদস্যদের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। রাস্তাঘাটে হেনস্তা, সামাজিক বয়কটের চেষ্টা, সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার মতো ঘটনাও ঘটছে বলে দাবি পরিবারের।

পৈতৃক জমি সংক্রান্ত বিষয়ে জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা চলছে—এমন প্রমাণ থাকার পরেও প্রশাসনিক কর্তারা নীরব কেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা।

রাজ্য-কেন্দ্র সংঘাতের ইঙ্গিত?

রাজ্যের প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠছে, তেমনই কেন্দ্রীয় সরকারের নীরবতা নিয়েও আলোচনার ঝড় উঠেছে। যদি পরিস্থিতির দ্রুত সমাধান না হয়, তবে কেন্দ্রীয় সাংবাদিক সংগঠনগুলি বড় পদক্ষেপ নিতে পারে—এমন ইঙ্গিতও মিলছে।

বিস্ফোরণের আগে সতর্কতা?

এলাকার সাধারণ মানুষের বক্তব্য—অত্যাচার ও হেনস্তা চলতে থাকলে একসময় জনরোষ বিস্ফোরিত হতে পারে। গণতন্ত্রে বিরোধী কণ্ঠ রুদ্ধ হলে তার ফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য।

বর্তমানে দাবি একটাই—

✓ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে

✓ পৈতৃক জমি সংক্রান্ত জটিলতার দ্রুত ও নিরপেক্ষ সমাধান করতে হবে

✓ সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ ফিরিয়ে দিতে হবে

বাংলার মাটিতে গণতন্ত্র ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় প্রশাসন কতটা কার্যকর পদক্ষেপ নেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজ্যবাসী।

পর্ব 211

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

"এই কথা বাকী পাখীরা, যারা কম অভিজ্ঞ, মানছে না। সেইজন্য অভিজ্ঞ পাখী তা বার বার বলছে আর তাদের মধ্যে তর্ক চলছে- আজ দানা খুঁজতে কোন দিকে যাওয়া

"ঐ পাখী এক অভিজ্ঞ পাখী। সে ঐ স্থানে যেতে মানা করছে, যেখানে এইসব পাখী কাল গিয়েছিল।

ক্রমশঃ

জুডিশিয়াল অফিসারদের সঙ্গে কমিশনের প্রতিনিধিদের বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জুডিশিয়াল অফিসারদের সঙ্গে কমিশনের প্রতিনিধিদের বৈঠক। প্রতি জেলার জন্য ৩ সদস্যের কমিটি গঠন হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পালন হচ্ছে কি না, খতিয়ে দেখবে কমিটি।প্রসঙ্গত, হাই কোর্টের নজরদারিতে এসআইআর হওয়ায় এবার রাজ্যের সমস্ত জুডিসিয়াল অফিসারদের ছুটি বাতিল করল হাই কোর্ট প্রশাসন। হাই কোর্ট সূত্রে খবর, ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত সমস্ত ধরনের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। জরুরী স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা ছাড়া কোনও ছুটি নেওয়া যাবে না বলে জানানো হয়েছে।জুডিশিয়াল অফিসারদের কাজ করার জন্য পোর্টাল তৈরির কাজ চলছে। সোমবার লাঞ্চ ব্রেকের আগেই এই পোর্টাল তৈরি হয়ে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। বিধানসভা ভিত্তিক এই পোর্টাল তৈরি করা হচ্ছে। কত সংখ্যক অভিযোগের নিষ্পত্তি জুডিশিয়াল অফিসারদের করতে হবে সেই তালিকা এখনও পর্যন্ত জাতীয় নির্বাচন কমিশন তৈরি করতে পারেনি। সোমবার লাঞ্চ ব্রেকের আগেই সেই তালিকা চূড়ান্ত হয়ে পৌঁছে যাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত জুডিশিয়াল অফিসারদের কাছে। সোমবার দুপুরের পর থেকেই জুডিশিয়াল অফিসার রা অভিযোগ এর নিষ্পত্তি করতে পারবেন বলেই কমিশন এর আশা। ইতিমধ্যেই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বেশ কয়েকবার আলোচনা সেরেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক।

প্রতি বিধানসভা কেন্দ্রে ১ জন করে জুডিশিয়াল অফিসার চাইল কমিশন। জুডিশিয়াল অফিসার হিসেবে কাজ করবেন NDPS ও পকসো মামলার ১০০ জন বিচারক। সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মতন রাজ্যের প্রতি জেলায় যাতে মসৃণ ভাবে SIR কাজ করতে পারেন তার জন্য প্রতি জেলায় কমিটি তৈরি করে দিলেন প্রধান বিচারপতি। সূত্রের খবর, ৩ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। জেলা জজ, ডিএম এবং এসপি মিলে এই কমিটি তৈরি করা হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে।

পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে সূত্রপাত, TMC-ISF সংঘর্ষে তপ্ত মিনাখাঁ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তৃণমূল আইএসএফ সংঘর্ষে রণক্ষেত্র মিনাখাঁর বাবুরহাট বাজার এলাকায়। দলের পতাকা লাগানোর সময়ে আইএসএফ কর্মী সমর্থকদের ওপর হামলার অভিযো তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত ৭ জনের আহত হওয়ার খবর মিলছে। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে মিনাখাঁ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এ বিষয়ে বসিরহাট জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন বলেন, "আইএসএফ বিজেপির টিম । নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে এইরকম করে তৃণমূলের নামে বদনাম দেওয়ার চেষ্টা করছে।" অন্যদিকে, আইএসএফ নেতা পিয়ারুল ইসলাম বলেন, "আমাদের ছেলেরা পতাকা লাগাচ্ছিল। হঠাৎ করে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা এসে হামলা চালায়। আমাদের ৭ জন আহত হয়েছে। "পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রবিবার সকালে মিনাখাঁর বাবুরহাট অঞ্চলে দলের পতাকা লাগাচ্ছিলেন আইএসএফ কর্মীরা। তখনই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা তাঁদের ওপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। পাল্টা প্রতিরোধ করে আইএসএফও। বাঁশ, লাঠি, লোহার রড নিয়ে হামলা পাল্টা হামলা হয় বলে অভিযোগ।

এই সংঘর্ষে মোট সাত জন আইএসএফ কর্মী আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় মিনাখাঁ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। যদিও হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস।

সওকত মোল্লার গাড়িতে বোমা মারার ঘটনায় NIA তদন্ত চেয়ে পালটা সরব নওশাদ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্যানিং পূর্বের বিধায়কের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা মারার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে ২ জনকে। গোটা ঘটনায় সওকতের নিশানায় নওশাদ সিদ্দিকী।এদিকে সওকত মোল্লার গাড়িতে বোমা মারার ঘটনায় NIA তদন্ত চেয়ে পালটা সরব নওশাদ।উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগেই ভাঙড়ের স্থানীয় তৃণমূল নেতা কাইজার আহমেদ সওকত মোল্লার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছিলেন। তাঁর দাবি ছিল, তাঁকে খুনের জন্য সুপারি কিলার ভাড়া করা হয়েছে। সেই অভিযোগ ঘিরেও ভাঙড়ের রাজনীতি সরগরম হয়ে ওঠে। কাইজার আহমেদ থানায় ই-মেল করে এফআইআর দায়েরের আবেদন জানান। অন্যদিকে আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দীকি গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। ভোটের আগে দফায় দফায় অশান্তির ঘটনায় প্রশাসনের উদ্বেগ বাড়ছে।গতকাল রাতের ঘটনা প্রসঙ্গে ISF বিধায়ক বলেন, "ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই তৃণমূলের পায়ের নিচে মাটি সরছে। সওকত সাহেবের পাশে মানুষ নেই। কয়েকজন তোলাবাজ রয়েছে। এখন নিরাপত্তা বাড়াতে হবে, শীর্ষ নেতৃত্বের নজরে আসতে

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

সওকত মোল্লার গাড়িতে বোমা মারার ঘটনায় NIA তদন্ত চেয়ে পালটা সরব নওশাদ

হবে, দেখাতে হবে দলের জন্য কাজ করছি। আমি ভুলছি না রাজ্জাক খাঁর খুন। আমিও বলছি তদন্ত হওয়া দরকার। প্রয়োজনে এনআইএ তদন্ত হোক। বোমা কারা মারল তা সামনে আসা দরকার। নিজের গাড়ির দিকে বোমা মেরে দলের কাছে নিজেকে প্রচার করছে। মিডিয়ার কাছে প্রচার করছে। আমাদের ছেলেরা খেতে পাচ্ছে না। রামজান মাস চলছে। বোম বানাতে যে টাকা লাগে সেই টাকায় তো ইফতার করবে। আমরা সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের পক্ষে কথা বলছি। ওসব সস্তার রাজনীতি ISF করে না"।

ভোটের ঠিক মুখে বোমাবাজির অভিযোগ। উত্তপ্ত ভাঙর। খাইরুল ইসলামের পর এবার 'টার্গেট' সওকত মোল্লা। ক্যানিং পূর্বের বিধায়ককে লক্ষ্য করে হামলার অভিযোগ। পোলেরহাটে সওকত মোল্লাকে লক্ষ্য করে বোমাবাজির অভিযোগ। গোটা ঘটনায় ISF-কেই দুষেছেন তৃণমূল বিধায়ক। ঘটনার জেরে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তার গাড়ি। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি এলাকায় পৌঁছয় বিরাট পুলিশ বাহিনী। তল্লাশিতে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৫টি তাজা বোমা। এই ঘটনায় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পোলেরহাট থানায় অভিযোগ করেছেন সওকত মোল্লা। ইতিমধ্যে তার অভিযোগের ভিত্তিতে ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ঝাড়গ্রামে পথশ্রীর রাস্তায় দুর্নীতির অভিযোগে পথ অবরোধ, কাজ বন্ধ করালেন গ্রামবাসীরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্পে স্বচ্ছতা ও গুণমান নিয়ে প্রশ্ন উঠল ঝাড়গ্রামে। কয়েক কোটি টাকার রাস্তা নির্মাণকে ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে এদিন সরব হলেন গ্রামবাসীরা। ঝাড়গ্রাম ব্লকের নেদাবহড়া গ্রাম পঞ্চায়েত ও চন্দ্রী গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝামাঝি বৃন্দাবনপুর ক্যানেল পাড় থেকে চন্দ্রী পর্যন্ত প্রায় আট কিলোমিটার রাস্তা পথশ্রী প্রকল্প-এর আওতায় নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ এই রাস্তার কাজের মান নিয়ে রবিবার সরব হন গ্রামবাসীরা। নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে তাঁরা পথ অবরোধ করে নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তার নির্ধারিত চওড়া ও গভীরতা বজায় রাখা হচ্ছে না। পর্যাপ্ত বালি ব্যবহার করা হচ্ছে না বলেও দাবি তাঁদের। এত বড় অঙ্কের প্রকল্পে এভাবে নিম্নমানের কাজ হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী। তাঁদের বক্তব্য, ঠিকাদার সংস্থার প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে এসে স্পষ্ট ব্যাখ্যা না দেওয়া পর্যন্ত কাজ শুরু করতে দেওয়া হবে না। অন্যদিকে, ঠিকাদার সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে যে, নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই কাজ করা হচ্ছে এবং অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তবে তিন কোটি টাকার এই প্রকল্পে কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। গ্রামবাসীদের দাবি, প্রকল্পের কাজের নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

ভারতের প্রথম নমো ভারত আরআরটিএস-এর উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর

নতুন দিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নমো ভারত র‍্যাপিড রেল এবং মিরাট মেট্রো রুটের উদ্বোধন করেন। ভারতে এই প্রথম একটি মঞ্চ থেকে একই সঙ্গে র‍্যাপিড রেল এবং মেট্রো পরিষেবার সূচনা করা হল।

তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি হল উন্নত ভারত গড়ার পথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ডবল ইঞ্জিন সরকারের কর্মসংস্কৃতির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোনও প্রকল্পকে দীর্ঘকাল ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, তাঁর সরকার যে সব প্রকল্পের শিলান্যাস করে, তার কাজ শেষও করে।

প্রধানমন্ত্রী মিরাট মেট্রোয় সফর করেন এবং ছাত্র-ছাত্রী ও যাত্রীদের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় মিলিত হন। প্রকল্পের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী একে 'নারী-শক্তি'-র প্রতীক হিসেবে আখ্যা দেন। এই রুটের ট্রেন চালক এবং স্টেশনের কর্মীদের অধিকাংশই মহিলা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল, ভারতীয় রেল, মেট্রোর পাশাপাশি সরাই কালে খান, আনন্দ বিহার, গাজিয়াবাদ ও মিরাট বাসস্ট্যান্ড থেকে বাস পরিষেবারও সুবিধা রয়েছে। ভারতে এই প্রথম নমো ভারত এবং মেট্রো রেল একই লাইনে এবং একই স্টেশন ধরে চলবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সমন্বয়ের ফলে যাত্রীরা শহরের মধ্যে যাতায়াত বা সরাসরি দিল্লি চলে যেতে পারবেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এক্সপ্রেসওয়ে, পণ্য করিডোর এবং জেবর আন্তর্জাতিক

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

বঙ্গ-বিজেপিতে শমীক-শুভেন্দুর ঠাণ্ডা লড়াই চরমে

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনে সাফল্য অর্জন করতে চায় বঙ্গ-বিজেপি। আর তার জন্য যতরকম চেষ্টা করা দরকার তা পদ্মশিবির করছে। সেটা এসআইআর হোক, কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হোক এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল সমালোচনা। আবার বই প্রকাশ থেকে শুরু করে বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে আইটি কর্মী নিয়ে আসা-সহ ইস্তেহার তৈরি করতে মানুষের মতামত সবই করা হচ্ছে গেরুয়া শিবিরের পক্ষ থেকে।এছাড়া শমীকের বিরুদ্ধে শুভেন্দু নালিশের ঘটনা এখন বঙ্গ-বিজেপিতে বড় খবর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কান পাতলেই এখন তা শোনাও যাচ্ছে। এই বিষয়ে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক বঙ্গ-বিজেপির এক আদি নেতা বলেন, 'শুরু থেকেই শমীক-শুভেন্দুর সম্পর্ক সঠিক পথে এগোচ্ছিল না। এখন সেটা চরম আকার নিয়েছে। আসলে আদি নেতাদের দায়িত্বে নিয়ে আসা পছন্দ করেননি শুভেন্দু। বরং দলের অন্দরে উপদল তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। সেটা আবার রাজ্য সভাপতি মেনে নেননি। তাই শমীক দার বিরুদ্ধে গোপনে নালিশ ঠুকে এসেছেন শুভেন্দু। যদিও তাতে কোনও লাভ হবে না।'কিন্তু দুটি জিনিস কিছুতেই ঠিক করা হচ্ছে না। এক, দলীয় নেতাদের গোষ্ঠীকোন্দল দুই, দুর্বল সংগঠন শক্তিশালী করা বলে সূত্রের খবর।

এদিকে এবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিরোধী দলনেতার ঠাণ্ডা লড়াই চরমে উঠেছে। যা বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই শুভেন্দু ঘনিষ্ঠদের নানা দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছেন শমীক। উলটে আদি নেতাদের কাছে টেনে নিয়ে এসেছেন। তার উপর কোনও কথাই রাজ্য সভাপতি জানাচ্ছেন না বিরোধী দলনেতাকে বলে অভিযোগ। সব কিছুই শুভেন্দুকে জানতে হচ্ছে ভায়া মারফত। এই নিয়ে শুভেন্দু অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছেন শমীকের বিরুদ্ধে। এমনকী বিষয়টি নিয়ে সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে সূত্রের খবর।

অন্যদিকে শমীক ভট্টাচার্য সবটা শুনেছেন। কিন্তু তারপরও শুভেন্দু অধিকারীকে পাত্তা দেননি। এতে বেজায় চটেছেন বিরোধী দলনেতা। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শমীক যেভাবে কাজ করছেন তাতে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। এমন অভিযোগ তুলে নয়াদিল্লিতে গিয়ে অমিত শাহকে নালিশ ঠুকে এসেছেন শুভেন্দু বলে সূত্রের খবর। এই পরিস্থিতিতে শমীক জেলার নেতাদের একরকম নির্দেশ দিচ্ছেন। আর পরক্ষণেই শুভেন্দু আর একরকম নির্দেশ দিচ্ছেন। তার জেরে দিশেহারা হয়ে পড়ছেন জেলার নেতা-কর্মীরা। কোন পথে যাবেন তাঁরা? সেটা বুঝতে পারছেন না জেলার নেতা-কর্মীরা বলে জানা যাচ্ছে।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(ছাব্বিশতম পর্ব)

জানেন না। কিন্তু চমৎকার আলাপচারিতা চালিয়ে যান সারা বুল, মিস ম্যাকলয়েড বা সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে, কিন্তু আহার করেন এঁদের সকলের সঙ্গে। সিস্টার নিবেদিতা বলেন, মা, তুমি আমাদের কালী। মা বলেন, না না, তবে তো আমাকে জিভ বার করে রাখতে হবে। নিবেদিতা বলেন, তার কোনও দরকার নেই। তবু তুমি আমাদের কালী, আর ঠাকুর হলেন স্বয়ং শিব। মা মেনে নেন। নিজ হাতে রঙিন উলের ঝালর দেওয়া হাতপাখা বানিয়ে দেন নিবেদিতাকে।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

ভারতের প্রথম নমো ভারত আরআরটিএস-এর উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর

বিমানবন্দর সহ আধুনিক পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সরকারের বিনিয়োগ বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এই সব প্রকল্পের ফলে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠবে বলে আশাপ্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। শ্রী মোদী বলেন, "আজ গোটা বিশ্ব ভারতকে শক্তির কেন্দ্র হিসেবে দেখে। কারণ, এই দেশ ২১ শতকের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম।"

এমএসএমই ক্ষেত্র নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে ১০ হাজার কোটি টাকার বিশেষ তহবিল গড়া হয়েছে, যার ফলে এমএসএমই-গুলি সহজেই ঋণ নিতে পারবে। উত্তরপ্রদেশের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই রাজ্যে আজ ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র, মোবাইল তৈরি হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে উত্তরপ্রদেশে একসময়ে দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্যের কথাও উল্লেখ করেন শ্রী মোদী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, উত্তরপ্রদেশ উৎপাদন হাবে পরিণত হচ্ছে এবং রাজ্যের প্রথম সেমিকন্ডাক্টর কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। তাঁর কথায়, উন্নত ভারতের জন্য উন্নত উত্তরপ্রদেশ এক একান্ত আবশ্যক।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এ সো পরম মহাসুহও
ণউ ফেড়িঅ ণউ খিত্ত

অর্থাৎঃ "অক্ষর মন্ত্র বিবর্জিত সে বিন্দুও নয় বিত্তও নয়। এ সে পরম মহাসুখ, নষ্টও নয় ত্যক্তও নয়" (৪: ৩৬৫)। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বিরল খনিজ চুক্তি সই ভারত ও ব্রাজিলের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ব্রাজিলের সঙ্গে খনিজ বাণিজ্য ও খননখাতে সহযোগিতা বাড়াতে একটি চুক্তি সই করেছে ভারত। বৈশ্বিক কাঁচামাল প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে দেশের ক্রমবর্ধমান ইস্পাত চাহিদা পূরণ ও উৎপাদন সক্ষমতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নিয়েছে ভারত।

শনিবার নয়াদিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দ্য সিলভার উপস্থিতিতে চুক্তিটি সই হয়। লুলা তিন দিনের সফরে এই সপ্তাহের শুরুতে ভারতে পৌঁছান।

সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ব্রাজিল বিশ্বের শীর্ষ লৌহ আকরিক উৎপাদকদের অন্যতম এবং ইস্পাত তৈরিতে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন খনিজের বড় মজুদ দেশটিতে রয়েছে। ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ভারতের ইস্পাত শিল্পে দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও প্রযুক্তি প্রাপ্তি সহজ করবে।

চুক্তির আওতায় অনুসন্ধান, খনন এবং ইস্পাত খাতের অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ আকর্ষণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

বর্তমানে ভারতের ইস্পাত উৎপাদন সক্ষমতা ২১৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন। অবকাঠামো উন্নয়ন ও শিল্পায়নের ফলে দেশীয় চাহিদা বাড়ায় বিভিন্ন কোম্পানি উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে।

ব্রাজিলীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে মোদি বলেন, দুই দেশের আলোচনায় বাণিজ্য অংশীদারিত্ব জোরদারের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

তার ভাষায়, আগামী পাঁচ বছরে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ২০ বিলিয়ন ডলারের অনেক ওপরে নেওয়ার বিষয়ে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার।

মোদি আরও জানান, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), সেমিকন্ডাক্টরসহ বিভিন্ন খাতে দুই দেশ ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে।

ভারত ও ব্রাজিল ২০০৬ সাল থেকে কৌশলগত অংশীদার। বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, কৃষি, স্বাস্থ্য, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, প্রযুক্তি ও ডিজিটাল অবকাঠামোসহ নানা ক্ষেত্রে সহযোগিতা রয়েছে।

লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে ব্রাজিলই ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার। জাতিসংঘ সংস্কার, জলবায়ু পরিবর্তন ও সন্ত্রাসবিরোধী ইস্যুতেও দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করছে।

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের সম্মানে রাষ্ট্রপতির ভোজ

নতুন দিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট মহামান্য লুইজ ইনাসিও লুলা দ্য সিলভার সম্মানে রাষ্ট্রপতি ভবনে আজ এক ভোজসভার আয়োজন করেন রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রেসিডেন্ট লুলাকে স্বাগত জানিয়ে এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান রাষ্ট্রপতি। বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা, তেল ও গ্যাস, জৈব জ্বালানি, কৃষি ও গবাদি পশু, স্বাস্থ্যপরিচর্যা, মহাকাশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ডিজিটাল সহযোগিতা, সাইবার সুরক্ষা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত ও ব্রাজিলের কৌশলগত অংশীদারিত্ব নিয়ে সন্তোষপ্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি।

লাতিন আমেরিকায় ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার হিসেবে ব্রাজিলের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত ও ব্রাজিলের মধ্যে কৃষি সহযোগিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শক্তির ক্ষেত্রে ব্রাজিলকে এক শক্তিশালী অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি। আন্তর্জাতিক জৈব জ্বালানি জোটে ব্রাজিলের ভূমিকার প্রশংসা করেন শ্রীমতী মুর্মু। দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাকে আরও মজবুত করার ব্যাপারে দুই নেতা সহমত ব্যক্ত করেন।

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

তারেকের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়ে শ্রীঘরে ঠাঁই ৬ ভিক্ষুকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সদ্য প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছেন খালেদাপুত্র তারেক রহমান। তাঁর বাড়িতেই সাহায্য চাইতে গিয়ে শ্রীঘরে যেতে হল ৬ ভিক্ষুককে। ভিক্ষাবৃত্তিই তাঁদের পেশা। সেই কারণে ভিক্ষা চাইতেই গিয়েছিলেন তারেক রহমানের কাছে। কিন্তু ভাগ্যে জুটল শ্রীঘর। ইফতারের পরে তাঁদের থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এখানে বসিয়ে রাখা হয়েছে। খাওয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে কথাও বলা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এরপরে তাঁদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেই বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলা হবে। তাঁদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হতে পারে। গত ৪ জানুয়ারি ও আগের রাতে তারেক রহমানের বাড়ি ও বিএনপি কার্যালয়ের থেকে ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।সেই বাড়ির সামনেই ভিক্ষা করছিলেন ৬ জন। তারেকের কাছেও যাওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু তাঁদের বার বার সরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা না যাওয়ায় তাঁদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ধৃতরা হলেন খোদা বক্স আক্তার (২৬), খাদিজা বেগম (৪০), খাদিজা বেগম (৩৫), সাহেদা বেগম (৪৮), রিনা আক্তার (৪৮) ও মোহাম্মদ সিদ্দিক (৪০)। গুলশন থানার ওসি জানিয়েছেন, ৬জন তারেকের বাড়ির সামনে ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তারক্ষীরা বার বার তাঁদের সরে যেতে বলেন। কিন্তু তাঁরা সরছিলেন না। দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা। জানতেন না চাইলেই প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ মেলে না। সেইজন্য নিরাপত্তারক্ষা বলা সত্ত্বেও অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু কোনওভাবেই বুঝতে পারেননি, এরজন্য তাঁদের শ্রীঘরে নিয়ে যাওয়া হবে।

আন্তর্জাতিক ক্যারাটেতে অংশ নিতে ত্রিপুরার পথে সুন্দরবনের ছেলেমেয়েরা

নুরসেলিম লস্কর, ক্যানিং

আসন্ন মে মাসে ত্রিপুরা-তে অনুষ্ঠিত হতে চলা আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে চলেছে প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার ছেলেমেয়েরা।

বিগত,কয়েকটি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় সুন্দরবনের ক্যারাটে শিক্ষার্থীদের সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা স্পোর্টস ক্যারাটে ডু এসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে রবিবার ক্যানিংয়ে আয়োজিত হয় আসন্ন আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতার বাছাই পর্ব।এদিন বাসন্তী, গোসাবা, ক্যানিং ও বারুইপুরসহ সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লক থেকে আগত ক্যারাটে শিক্ষার্থীরা এই বাছাইয়ে অংশ নেয়। আর বাছাই পর্ব শুরু হওয়ার আগে সুন্দরবনে ক্যারাটের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে কয়েকশো শিক্ষার্থী ক্যানিং বাসস্ট্যান্ড থেকে ক্যানিং ফ্রেন্ডস ক্লাব প্রাঙ্গণ পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার অংশ নেয় ।

উল্লেখ্য, এদিনের এই বাছাই পর্ব থেকে মোট ৪৫ জন প্রতিযোগী আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। আর বাছাই পর্বের এই সাফল্য সম্পর্কে আয়োজকদের মতে, সুন্দরবনের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরাই আমাদের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। আর এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা স্পোর্টস ক্যারাটে ডু এসোসিয়েশন-এর সভাপতি শিহান রাজু বিশ্বাস, সম্পাদক শিহান সনাতন হালদার, ক্যানিং -১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

আর এই উদ্যোগে ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে সুন্দরবনের ছেলেমেয়েদের প্রতিভা অন্যসনের সুযোগের খবরে নতুন করে উজ্জীবিত হয়েছে বাসন্তী, গোসাবা এবং বারুইপুর এলাকার ক্যারাটে অনুরাগীরা। স্থানীয়দের আশা, আন্তর্জাতিক মঞ্চে সুন্দরবনের প্রতিনিধিরা আবারও সাফল্যের নজির গড়বে। আর এবিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা স্পোর্টস ক্যারাটে ডু এসোসিয়েশন-এর সম্পাদক শিহান সনাতন হালদার জানান , " আজকের এই বাছাইপর্ব থেকে যে শিক্ষার্থীরা সুযোগ পেলেন তারা আগামী মে মাসে ত্রিপুরায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে শুধু তাই নয় আপনারা শুনলে আরো খুশি হবেন যে, আগামী বছর এপ্রিল কিংবা মে মাসে বিশ্বে প্রথমবার সমুদ্রের মাঝখানে জল জাহাজের উপর আয়োজিত হতে চলা আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায়ও সুন্দরবনের এই প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করবে এবং সেখানে সুন্দরবনের ছেলেদের জন্য শুধু মাত্র ভালো ফল করলে তাঁদের বিশেষ স্কলার্শিপ এর ব্যবস্থা ও করা হবে। "

সিনেমার খবর

অরিজিতের প্লেব্যাক ছাড়ার সিদ্ধান্তে যা বললেন লাকি আলি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সপ্তাহখানেক আগের ঘটনা। প্লেব্যাক থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা দেন তিনি। যার কণ্ঠের জাদুতে মুগ্ধ গোটা দেশ, সেই অরিজিতের এ সিদ্ধান্ত ভক্ত-অনুরাগীরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না।তারা এ কথা শুনে ব্যথাহত হয়েছেন। সামাজিক মাধ্যম জুড়ে সবার একটাই চাওয়া— আবারও তাকে ফিরিয়ে আনা হোক, গান শুনতে চান তারা।

এবার অরিজিতের সিদ্ধান্তে মুখ খুললেন অভিনেতা, গীতিকার-সুরকার ও সংগীতশিল্পী লাকি আলি।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে লাকি আলি বলেন, অরিজিতের এ সিদ্ধান্ত একেবারেই ব্যক্তিগত এবং এ বিষয়টিকে সম্মান জানানো উচিত। সৃজনশীল মানুষদের অনেক সময়ই একটু বিরতির প্রয়োজন হয়, যাতে নিজেদের নতুন করে খুঁজে পান। গ্ল্যামার থেকে দূরে থাকার জন্য এ সিদ্ধান্ত নেওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল। হয়তো সে জন্যই এমন সিদ্ধান্ত।

তিনি নিজেও একটা সময়ে ইন্ডাস্ট্রি থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন বলে জানান লাকি আলি। তিনি বলেন, প্লেব্যাক তার কাছে ভীষণই একঘেয়ে হয়ে গিয়েছিল। ফলে নিজের মতো করে স্বাধীনভাবে সংগীতের চর্চা করতে চেয়েছিলেন তিনি। মনোনিবেশ করতে চেয়েছিলেন নিজের কম্পোজিশনের দিকেও।

উল্লেখ্য, এর আগে সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে অরিজিৎ সিং বলেন, এত বছর শ্রোতা হিসেবে আপনারা অনেক ভালোবাসা দিয়েছেন। সে জন্য ধন্যবাদ। আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি— আমি আর প্লেব্যাক গায়ক হিসেবে কোনো কাজ গ্রহণ করব না। আমি প্লেব্যাক গাওয়া বন্ধ করলাম। তবে এটি একটি অনবদ্য সফর ছিল।

ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার খবরে মন ভালো রাখতে যা করতেন হিনা খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিনোদন জগতের ভারতীয় ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী হিনা খান ২০২৪ সালে জানতে পারেন তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন। এরপর তিনি ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে পড়েন। কেমোথেরাপি নিতে থাকেন। কেমোথেরাপি নেওয়ার পরে চুল পড়ে যায়। তাই তার আগে নিজেই নিজের চুল কেটে দিয়েছিলেন অভিনেত্রী। এখন আগের চেয়ে অনেকটাই সুস্থ আছেন হিনা খান। বিয়ে করেছেন নিজের মনের মানুষকে। জীবনের পুরোনো ছন্দে ফিরছেন ধীরে ধীরে।

প্রথম এই রোগের কথা যখন জানতে পারেন, সেই সময় কী করেছিলেন অভিনেত্রী? মাঝে মাঝেই এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় তাকে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন হিনা খান। তিনি বলেন, আমরা বিষয়টিকে যতটা সহজ দেখাই, অতটাও সহজ নয়। আমার ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিল।

অভিনেত্রী বলেন, যখন প্রথম ক্যানসারের কথা জানতে পারি, সেই সময়ে নিজেকে ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করেছিলাম। ভেঙে পড়িনি। বরং অর্ডার করেছিলাম নিজের প্রিয় খাবার। ফালুদা খেতে আমি খুব ভালবাসি। সেটাই অর্ডার করে খেয়েছিলাম। আমার বাকি যাত্রা তো সবারই জানা।

উল্লেখ্য, অভিনেত্রী হিনা খান এই অসুস্থতার মাঝেই প্রেমিক রকি জয়সওয়ালকে বিয়ে করেন। একেবারে সাদামাটাভাবেই বিয়ে সারেন তারা। দুজনে রংমিলান্তি করে পোশাক পরেছিলেন। হাতে ছিল বড় হীরার আংটি।

২০০৯ সালে 'ইয়ে রিস্তা ক্যায়া কহেলতা হ্যায়'-এর সেটে দেখা রকি-হিনার। সেই ধারাবাহিকের প্রযোজক ছিলেন রকি। কলকাতার ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে রকির সঙ্গে প্রথম ধারাবাহিকেই মন দেওয়া-নেওয়া হয়ে যায় অভিনেত্রীর। তার দুঃসময় সারাক্ষণ পাশে ছিলেন রকি।

তিহার জেলে রাজপাল যাদব, পাশে দাঁড়ালেন সালমানসহ অনেকেই

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

'ইন্ডাস্ট্রিতে আমার কোনো বন্ধু নেই।' চেক বাউন্স মামলায় রাজপাল যাদবের তিহার জেলে যাওয়া যখন নিশ্চিত, সেই সময়ে আক্ষেপের সুরে এমন মন্তব্য করেছিলেন বলিউডের জনপ্রিয় এই কমেডি অভিনেতা। শুরুতে ইন্ডাস্ট্রির তেমন কাউকে পাশে না পেলেও এবার তার পাশে দাঁড়াচ্ছেন বলিউডের প্রথম সারির সব তারকা।

রাজপাল যাদবের ম্যানেজার গোল্ডি এক সাক্ষাৎকারে সম্প্রতি বলেন, 'সোনু সুদ, সালমান খান ও অজয় দেবগন সকলেই রাজপালের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। প্রবীণ পরিচালক ডেভিড ধাওয়ান ও অভিনেতা বরুণ ধাওয়ানও যোগাযোগ করেছেন। এমনকি রতন জৈনের মতো প্রযোজকরাও এগিয়ে আসছেন।'

ঘটনার শুরু ২০১০ সালে। সে সময় নিজের পরিচালিত ছবি 'আতা পাতা লাপাতা'-র জন্য দিল্লির এক সংস্থার কাছ থেকে ৫ কোটি টাকা ঋণ নেন রাজপাল। ২০১২ সালে ছবিটি বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়লে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েন তিনি। সুদে-আসলে সেই অঙ্ক এখন ৯ কোটিতে রূপিতে দাঁড়িয়েছে।

এ নিয়ে দীর্ঘদিন আইনি লড়াই চালিয়ে যান এ কমেডি অভিনেতা। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লির একটি আদালত তাকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। বর্তমানে তিনি তিহার জেলে আছেন।

জীবনের এই কঠিন সময়ে অভিনেতাকে সাহায্যের জন্য প্রথম এগিয়ে আসেন বলিউডে খলনায়ক চরিত্রে অভিনয় করা তারকা সোনু সুদ। নিজের আগামী ছবিতে রাজপালকে অভিনয়ের সুযোগ দিয়ে অগ্রিম পারিশ্রমিক পাঠানোর প্রস্তাবও দেন তিনি।

এরপরই যেন বলিউডের প্রভাবশালী তারকাদের টনক নড়ে। এখন অনেকেই তার পাশে থাকার আশ্বাস দিচ্ছেন।

লঙ্কানদের ৯৫ রানে গুটিয়ে ইংল্যান্ডের দাপুটে জয়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে নিজেদের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৫১ রানে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪৬ রান তোলে ইংলিশরা। জবাবে মাত্র ৯৫ রানেই গুটিয়ে যায় লঙ্কানদের ইনিংস।

পাল্লেকেলেতে টস জিতে ইংল্যান্ডকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক দাসুন শানাকা। তবে শুরুটা ভালো হয়নি ইংলিশদের। পাওয়ার প্লেতেই দুই উইকেট হারায় তারা। ৭ রান করে আউট হন জস বাটলার, ৩ রানে থামেন জ্যাকব বেথেল এবং ৬ রান করেন টম ব্যান্টন।

এরপর দ্রুত উইকেট পড়তে থাকলেও একপ্রান্ত আগলে রাখেন ফিল সল্ট। ৪০ বলে ৬২ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেন তিনি। তার ইনিংসে ছিল ছয়টি চার ও দুটি ছক্কা। উইল জ্যাকস করেন ২১ রান। হ্যারি ব্রুক ১৪ ও স্যাম কারান ১১ রান যোগ করেন। শেষদিকে জেমি ওভারটন ১০ রান করলে নির্ধারিত ওভারে ১৪৬ রানে পৌঁছায় ইংল্যান্ড।

শ্রীলঙ্কার হয়ে সবচেয়ে সফল বোলার ছিলেন দুনিথ ভেল্লালাগে। ৪ ওভারে ২৬ রান দিয়ে তিনটি উইকেট নেন তিনি। দুটি করে উইকেট নেন দিলশান মধুশাঙ্কা ও মহেশ থিকসেনা। একটি উইকেট পান দুশমন্থ চামিরা।

১৪৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে শ্রীলঙ্কা। পাওয়ার প্লে শেষ হওয়ার আগেই পাঁচ ব্যাটারকে হারায় তারা। উইল জ্যাকস ও জোফরা আর্চারের আক্রমণাত্মক বোলিংয়ে ধসে পড়ে লঙ্কান টপ অর্ডার।

দলনেতা দাসুন শানাকা ৩০ রানের ইনিংস খেলে কিছুটা প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। কামিন্দু মেন্ডিস করেন ১৩ রান। দুনিথ ভেল্লালাগে ও মহেশ থিকসেনা ১০ রান করে যোগ করেন। তবে বাকি কেউই দুই অঙ্কে পৌঁছাতে পারেননি। দুই ব্যাটার রানের খাতা খুলতেই পারেননি।

ইংল্যান্ডের হয়ে তিনটি উইকেট নেন উইল জ্যাকস। দুটি করে উইকেট নেন জোফরা আর্চার, লিয়াম ডসন ও আদিল রশিদ। একটি উইকেট নেন জেমি ওভারটন। দাপুটে এই জয়ে সুপার এইটে শক্ত বার্তা দিল ইংল্যান্ড।

আইসিসির শাস্তি পেলেন নবী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইসিসির শাস্তি পেলেন আফগানিস্তানের অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবী। আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত অমান্য করায় ম্যাচ ফির ১৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে তাকে।

১১ ফেব্রুয়ারি আহমেদাবাদে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ১৪তম ওভারের সময় এ ঘটনা ঘটে।

লুঙ্গি এনগিডির রিস্ট ব্যান্ড নিয়ে আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কে জড়িয়েছিলেন তিনি। আইসিসির আচরণবিধির ২.৪ ধারা অনুযায়ী 'আন্তর্জাতিক ম্যাচে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত' অমান্য করায় শাস্তি পেয়েছেন নবী।

এমন অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানা ও ১ থেকে ২টি ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া যায়। তবে ম্যাচ রেফারি ডেভিড গিলবার্টের আনা অভিযোগ নবী মেনে নেওয়ায় আর এ নিয়ে আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি।

ম্যাচ ফি জরিমানার সঙ্গে নবীকে ১টি ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হয়েছে। গত ২৪ মাসে তার আর কোনো ডিমেরিট পয়েন্ট নেই। এই সময়ের মধ্যে কোনো খেলোয়াড় চার বা এর চেয়ে বেশি ডিমেরিট পয়েন্ট পেলে 'সাসপেনশন পয়েন্ট' যোগ হয়।

দুটি 'সাসপেনশন পয়েন্ট' পেলে একটি টেস্ট, দুটি ওয়ানডে অথবা দুটি টি-টুয়েন্টির জন্য নিষিদ্ধ হন খেলোয়াড়েরা।

রোনালদোর জোড়া গোলে শীর্ষে আল নাসর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সৌদি প্রো লিগে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর দুর্দান্ত নৈপুণ্যে আল হাজেমকে ৪-০ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে আল নাসর। এই জয়ের ফলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আল হিলালকে টপকে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে দলটি।

জানুয়ারির ট্রান্সফার উইন্ডোতে দল শক্তিশালী না হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন রোনালদো। ধর্মঘটের কারণে লিগের দুটি ও এএফসি কাপে একটি ম্যাচে অনুপস্থিত থাকার পর ফিরেই গোল করলেন এই ফুটবল কিংবদন্তি।

ম্যাচের ১৩ মিনিটে পেনাল্টি এরিয়ার ভিড়ে নিখুঁত পাসে রোনালদোকে খুঁজে পান কিংসলে কোমান। বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বাঁ পায়ের নিখুঁত শটে বল জালে জড়ান পর্তুগিজ তারকা। অফসাইড সন্দেহে ভিএআর পরীক্ষা হলেও গোল বহাল থাকে। ৩০ বছর পেরোনোর পর এটি ছিল রোনালদোর ৫০০তম গোল।

জোয়াও ফেলিক্সের অ্যাসিস্টে আধঘণ্টার মাথায় ব্যবধান বাড়ান কোমান। বিরতির আগে রোনালদো আবারও জাল খুঁজে পেলেও অফসাইডে বাতিল হয় সেই গোল। দ্বিতীয়ার্ধেও অব্যাহত থাকে আল নাসরের দাপট। ৭৭ মিনিটে একক নৈপুণ্যে দলের তৃতীয় গোল করেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েল। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ১০ মিনিট আগে কোমানের শর্ট পাস থেকে আড়াআড়ি শটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি সম্পন্ন করেন রোনালদো।

এই জয়ে টানা অষ্টম লিগ ম্যাচে জয় তুলে নিল আল নাসর। পয়েন্ট টেবিলে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আল হিলাল-এর চেয়ে এক পয়েন্টে এগিয়ে তারা। আগের ম্যাচে ১০ জনের আল ইত্তিহাদের সঙ্গে ড্র করেছিল আল হিলাল।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR